# সম্পাদকীয় ❀ Editorial

বসন্তোতীর্ণ প্রকৃতি উন্মুখ নববর্ষকে অভ্যর্থনা জানাতে। এই আনন্দঘন মুহূর্তে নতুন বছর (১৪১৫ বঙ্গাব্দ)-কে সাদর সম্ভাষণ জানাই। নববর্ষকে বরণ করে বলি ''হে নূতন, দেখা দাও বারবার''। ঈশ্বরের চরণে বিনম্র প্রার্থনা জানাই নতুন বছর সর্বদিক দিয়ে আমাদের জীবনকে সার্থক করুক।

নববর্ষের শুভক্ষণে শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে আমরা স্মরণ করি সেই চিরবরেণ্য করুনাঘন মহাপুরুষকে যিনি অমুল্য বোধিজ্ঞানকে আত্মস্থ করে সেই মহাজ্ঞানকে মানবকল্যাণে বিতরণ করে ''বুদ্ধ'' হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম ইতিহাসাশ্রয়ী অবতার যিনি উপলব্ধি করেছিলেন মায়িক জগৎসংসারের অসারত্ব, তার অনিত্যতা। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন থেকে ঈশ্বরাভিমুখী মহানির্ব্বাণের পথ তিনিই নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত অষ্টাঙ্গিকযোগের মাধ্যমে। এই সঙ্গেই ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে আমরা স্মরণ করি আমাদের পরমগুরু মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজকে যাঁর আবির্ভাব মহোৎসব প্রতি বছরের মতো এ বছরও আমরা উদ্‌যাপন করব বুদ্ধ পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে।

অবতারপুরুষগণ ও চিরবরেণ্য আত্মদর্শী মহাত্মাগণ, যাঁরা যুগে যুগে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা ব্রহ্মাণুরূপে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ যে জ্যোতির্ময় মণ্ডলে চিরাবস্থান করেন ও নিত্যসিদ্ধ মহাকারণ চেতনার পরাসম্বিৎময় দিব্য জ্যোতির্ময় দেহপ্রাপ্ত হন, সেই জ্যোতির্ময় মণ্ডলই ''হিরণ্যগর্ভ''। ভর্গ (শিব সর্ব্ব) রূপ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম ও কারণরূপ জ্যোতির্ময় প্রাজ্ঞ দেহ এই হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মের স্বরূপ, ভর্গজ্যোতির উৎস।

ভর্গজ্যোতি যেরূপ বিলীন হয় ভর্গদেবের বক্ষে, ঈশ্বরচরণে নিবেদিত আমাদের এই আশ্রমিক মুখপত্র ''ভর্গজ্যোতি''-ও সেরূপ সদ্‌গুরুর চরণকমলে বিলীন হয়ে অতঃপর আত্মপ্রকাশ করুক ''হিরণ্যগর্ভ'' নামে।

ব্রহ্মরূপ সর্ব্বের প্রকৃতিসত্তা শ্রীশ্রীসর্ব্বাণী মায়ের রাতুল চরণে নববর্ষের পুণ্যলগ্নে প্রার্থনা জানাই ''মা! আগামী দিনগুলিতে আমাদের মুমুক্ষতা জাগাও—আমাদের জ্ঞানপিপাসু কর''।

The sweltering heat of summer has begun to leave its mark on us as the footprints of spring recede into the past. It is this time of year when we celebrate the advent of the Bengali New Year (1415 Bangabda). On this auspicious occasion, let us pray to the Almighty that the feeling of contentment suffuse all of us and the knowledge dominant inside us finds its expression.

As we stand on the brink of another new year, we reminisce with reverence Lord Buddha, the apostle of peace and non-violence, who mastered the supreme knowledge (“Bodhi”) and disseminated it amongst mankind for their deliverance. He is the first “historic” avatar to have realized the transient nature of this temporal world. He charted the course of mind from the materialistic world to spiritual salvation (“mahanirvana”) through His eight-fold path.

It is also the blessed time of the year when we offer our profound obeisance to Mahavatar Shri Shri Babaji Maharaj whose birthday celebration would be observed by us, like in the previous years, on the Buddha Purnima Day.

Self-realized saints and “avatars”, who have blessed the world through their holy advent, maintain their permanent spiritual abode in a state of micro-consciousness enshrined in eternal bliss, in a sublime haloed world, called “Hiranyagarbha”. Over time, they attain a divine luminous supramental body through attainment of supreme consciousness.

Hiranyagarbha is the luminous manifestation of the astral and supramental existence of Brahman (“Bharga”). Thus, Hiranyagarbha is synonymous with Brahman–the source of Bhargajyoti, the ethereal glow.

Just as Bhargajyoti merges into Hiranyagarbha, let our Ashramic newsletter “Bhargajyoti” dissolve unto the lotus feet of our revered guru and resurface with its new name “Hiranyagarbha”.

Come ! Let us offer our homage to the holy feet of Sree Sree Maa Sharbani, the divine consort of Sarba (“Brahman”) and pray to Her “Holy Mother ! Please awake our spirituality and kindle the light of knowledge in us !”.